বেঙ্গল সাফারির দত্তকে ভাল সাড়া

হরিণ নিলেন পুলিশ কর্তা, ভালুকের দায়িত্বে ডাক্তার

প্রভাস রায়

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি

চিড়িয়াখানার পশুপাখি আরও ভাল থাকুক। সেটা নিশ্চিত করতেই দত্তক প্রথা চালু করেছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি। আর বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই বেশ সাড়াও পড়েছে। অনেক মানুষ এগিয়ে আসছেন বেঙ্গল সাফারির পশুপাখিদের দত্তক নিতে। গত ৬ মাসে ১৯ জন পশুপ্রেমী মানুষ পার্কের বন্যদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বেঙ্গল সাফারির ভালুক দত্তক নিয়েছেন বঙ্গরত্ন ডাক্তার পি ডি ভুটিয়া, হরিণ নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ পুলিশের আইজি (আইবি) ও. জি পাল। সন্তান দত্তক নেওয়ার চল আছে, কিন্তু বন্যপশুদেরও যে দত্তক নেওয়া যেতে পারে তা অনেকেরই জানা নেই। তবে বেঙ্গল সাফারি দত্তকের কথা প্রচার করতেই শহর ছাড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি কোনা থেকে মানুষ এগিয়ে এসেছেন বন্যদের দেখভালের জন্য। কেউ দায়িত্ব নিয়েছেন এক বছরের জন্য, কেউবা ৬ মাস কিংবা ২ মাসের জন্য। মানুষের সাড়া দেখে খুশি নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমেল পার্ক কর্তৃপক্ষ (বেঙ্গল সাফারি)।

করোনার প্রকোপে গতবছর রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আয়। ৭০০ একর জুড়ে পার্কে কয়েকশো বন্যপ্রাণীর বসবাস। পার্কের দরজা বন্ধ থাকায় দর্শনার্থীদের ভিড় নেই। সেসময় জুন–জুলাই মাসে বন্যপ্রাণদের রক্ষার্থে এবং দেখভালের কথা চিন্তা করে অফলাইনে শুরু হয় দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া। মাত্র ৬ মাসেই ১৯ জন পশুপ্রেমী এগিয়ে এসেছেন বন দপ্তরের এই প্রচেষ্টার সঙ্গী হতে। শুক্রবার পার্কের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে শহরের পরিচিত দুই স্বনামধন্য ব্যক্তি বন্যপ্রাণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। নিঃশুল্ক রোগী পরিষেবায় নিয়োজিত বঙ্গরত্ন ডাঃ পি ডি ভুটিয়া দায়িত্ব নিয়েছেন হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের। এক বছরের জন্য। বার্কিং ডিয়ার দত্তক নিয়েছেন উত্তরবঙ্গের আইজি আইবি ও. জি পাল। এর আগে বাগডোগরার বিকাশ বড়াই সাদা ময়ূর, শিলিগুড়ির সেবক রোডের অনিল কুমার আগরওয়াল টিয়াপাখি, ডাবগ্রামের অভিষেক হাজরাও টিয়াপাখি দত্তক নিয়েছেন। তবে শহর ছাড়িয়ে বন্যপ্রাণদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই বেঙ্গল সাফারির বন্যপ্রাণদের দত্তক নিয়েছেন।

শুক্রবার বেঙ্গল সাফারি পার্কের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণের দায়িত্ব নিলেন নিঃশুল্ক রোগী পরিষেবায় নিয়োজিত বঙ্গরত্ন ডাঃ পি ডি ভুটিয়া, উত্তরবঙ্গের আইজি আইবি ও. জি পাল।

পার্ক সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার অর্ক চ্যাটার্জি দায়িত্ব নিয়েছেন অ্যামাজন প্যারট, কলকাতার অভিষেক ভট্টাচার্য চিতাবাঘ, দক্ষিণ দিনাজপুরের কণক ভৌমিক সাদা ময়ূরের দায়িত্ব নিয়েছেন। বঙ্গরত্ন ডাঃ পি ডি ভুটিয়া বলেন, 'বাইরের দেশে এটা প্রচলিত। আমি বিজ্ঞপ্তি দেখার পর থেকেই পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছি।' মানুষের এভাবে এগিয়ে আসায় খুশি নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমেল পার্ক কর্তৃপক্ষ (বেঙ্গল সাফারি) নির্দেশক দাওয়া সঙ্গমু শেরপা। তিনি আরও মানুষকে বন্যপ্রাণদের রক্ষায় এগিয়ে আসার আবেদন করেছেন।